



225091 - তারা মীনার বাহরিতে রাত্রি যাপন করছে; তারা জানত না যে মীনা তাদের নকিটে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: জমরাতের আকাবাতের কংকর নকিষেপে শেষে আমরা তাওয়াফে ইফাদা (ফরজ তাওয়াফ) আদায় করার জন্য মক্কায় গিয়েছি। তাওয়াফ শেষে আমরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম; তাই রাত্রি যাপন করার জন্য মীনাতে যাওয়ার জন্য যানবাহন তালাশ করে পেলোম না। অবশেষে আমরা আযযিয়া (রিসদিকা) তে গেলোম। আমরা জানতাম না যে, মীনার জমরাতগুলো আমাদের থেকে মাত্র এক কিলোমিটার বা তার চেয়ে কম দূরে। আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম এবং এক ব্যক্তিকে বলে রাখলাম মধ্যরাত্রিতে যেন আমাদেরকে জাগিয়ে দিয়ে যাতো আমরা রাত্রি যাপনের জন্য মীনাতে যেতে পারি। সবে লোক দেখে যেন, আমরা খুব ক্লান্ত; তাই আর জাগাল না। মীনাতে রাত্রি যাপনের হুকুম কি; আমাদের উপর কী দম (পশু যবাই) ওয়াজবি হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

তাশরকিরে তনিরাত্রি মীনাতে যাপন করা হজ্জের ওয়াজবি আমল। যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া মীনাতে রাত্রি যাপন পরিত্যাগ করবে জমহুর আলমের মতে, তার উপর দম (পশু যবাই) আবশ্যিক হবে।

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (১৭/৫৮) গ্রন্থে এসেছে,

তাশরকিরে রাতগুলো মীনাতে যাপন করা জমহুর আলমের মতে ওয়াজবি। যে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া এ আমল ত্যাগ করবে তাকে দম দিতে হবে। সমাপ্ত

আরও জানতে নং [21258](#) ও [95374](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

দুই:

যে ব্যক্তি মীনাতে রাত্রি যাপন করতে সক্ষম কিন্তু মীনার সীমানা না জানার কারণে মীনাতে রাত্রি যাপন করতে পারেনি এটি ওজর হিসেবে ধরতব্য হবে না। কারণ সে ব্যক্তির উপর হচ্ছে- মীনা সম্পর্কে লোকদের জিজ্ঞেস করা; যাতো মীনাতে রাত্রি যাপন করতে পারে।



শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

যে ব্যক্তি মীনার সীমানা না জানার কারণে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মীনাতে রাত্রিযাপন করতে পারেনি তার উপর দম ওয়াজবি হবে। কারণ সবে ব্যক্তি কোন শরয়ি ওজর ছাড়া একটি ওয়াজবি আমল ছুড়ে দিয়েছে। তার উপর ওয়াজবি ছিল মানুষকে জিজ্ঞাসে করা যাতায়ে করে এ ওয়াজবি আমলটি পালন করতে পারে। [শাইখ বনি বাযের ফতোয়াসমগ্র (১৬/১৪৯) থেকে সমাপ্ত]

এর আলোকে বলা যায় যে, যদি মীনাতে রাত্রিযাপন করার জন্য আপনাদরে জায়গা থাকে তাহলে এ ওয়াজবি আমল পরিত্যাগ করতে আপনার কোন ওজর নাই। এ আমলটি ত্যাগ করার কারণে আপনাদরে উপর সদকা করা ওয়াজবি হবে; দম (পশু জবাই) নয়। কারণ দম ওয়াজবি হয় সবকটি রাত যাপন পরহির করার কারণে।

নববী (রহঃ) বলেন:

যদি তাশরকিরে তিনি রাত যাপন করা পরিত্যাগ করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজবি হবে; এটাই মাযহাবের অভিমত...। আর যদি দুই রাত্রিযাপন পরিত্যাগ করে তাহলে বেশি দুই মতানুযায়ী দুই মুদ্দ (দুই মুদ্দ খাদ্য সদকা করা) ওয়াজবি হবে। [আল-মাজমু (৮/২২৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

গ্রন্থকারের কথা “অথবা যদি স্থোয় রাত্রিযাপন না করে” এর থেকে জানা গলে যে, যদি একরাত যাপন করা পরিত্যাগ করে তাহলে দম ওয়াজবি হবে না। এটাই ঠিকি। বরং তার উপর অপরহিরয হবে- এক রাত যাপন না করলে একজন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়ানো; দুই রাত যাপন না করলে দুইজন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়ানো। আর তিনি রাত যাপন না করলে তার উপর দম ওয়াজবি হবে। [আল-শারহুল মুমতী (৭/৩৫৮) থেকে সমাপ্ত]

মোদ্দাকথা, সবে রাত মীনাতে রাত যাপন ত্যাগ করার কারণে আপনাদরে উপর একজন মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি হবে।

আল্লাহই ভাল জানেন।